ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৮৩
আগরতলা,৩ সেপ্টেম্বর,২০১৯

বিধানসভা সংবাদ

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক ও সেতু মেরামতির কাজ চলছে : মুখ্যমন্ত্রী

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক ও সেতু মেরামতির কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে সড়ক ও সেতু মেরামতের জন্য ৯৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বছর ৩৫৯৬.৬০ কিমি (পি ডব্লিউ ডি এবং পি এম জি এস ওয়াই সহ) রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৮৬১.৩৬ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এই অর্থবছরে পূর্ত দপ্তর (আর এন্ড বি)-র অধীনে ২০৩২.১৮৫ কিমি সড়ক মেরামতির লক্ষ্যে কাজ চলছে এবং সেই জন্য এখন পর্যন্ত মোট ২৭.২৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। বিধানসভায় মূল নোটিশটি উত্থাপন করেন বিধায়ক মবস্বর আলি ও বিধায়ক সুধন দাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি এন এইচ ২০৮-এর একটি অংশ যার দৈর্ঘ্য ২৪.৭৭৫ কিমি। ২০১১ সালে বি আর ও-কে এই রাস্তাটি প্রশস্থিকরণ ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাজটি ২০১৬-র মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বি আর ও কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে না পারায় ২০১৭'র মার্চ পর্যন্ত বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছিলো। বর্ধিত সময়ের মধ্যেই কাজটি শেষ না হওয়ায় রাস্তাটির উন্নয়নের দায়িত্ব ২০১৭ সালে এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়। এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃপক্ষ বি আর ও থেকে এই রাস্তাটি অধিগ্রহণ করার পর ২১.৭৭৫ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজ শেষ করেছে। রাস্তাটির বাকি ৩ কিমি দৈর্ঘ্যের মেরামতির জন্য এন এইচ আই ডি সি এল (আগরতলা শাখা) থেকে এস্টিমেট তৈরি করে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নতুন দিল্লিস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে পাঠিয়েছে এবং এস্টিমেটটির অনুমোদনক্রমে বাকি ৩ কিমি অংশের মেরামতির কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এন এইচ ২০৮-এর কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত অংশটি ২-লেন উইথ পেভড শোল্ডার হিসেবে উন্নতিকরণের দায়িত্ব এন এইচ আই ডি সি এল-এর উপর ন্যস্ত। এই সড়কটির এলাইনমেন্ট প্ল্যান চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ডি পি আর তৈরির কাজ চলছে যা নভেম্বর, ২০১৯-এর মধ্যে শেষ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। সড়কটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ, বনভূমি হস্তান্তর ইত্যাদি কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজটি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এন এইচ আই ডি সি এল-এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। ডি পি আর তৈরি, জমি অধিগ্রহণ, বনভূমি হস্তান্তর ইত্যাদির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে সড়কটি প্রশস্তিকরণ এবং উন্নতিকরণের জন্য এন এইচ আই ডি সি এল দ্বারা দরপত্র আহ্বান করা হবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, মেলাঘর থেকে কাকড়াবন রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৭.৫৩ কিমি। এই রাস্তাটি এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক)-র সহযোগী প্রকল্প হিসেবে অনুমোদিত উদয়পুর-কাকড়াবন-মেলাঘর রাস্তার (মোট দৈর্ঘ্য ২০.৩০ কিমি) একটি অংশ। এই কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য বহির্রাজ্যের ই সি আই - নায়ক (জে ভি) নামক ঠিকাদার সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়। এডিবি-র নিয়ম অনুযায়ী কাজটির সঠিক তদারকির জন্য ইগিস ইন্টারন্যাশনাল ইন জেভি উইথ ইগিস ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে আরেকটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটির অনুমোদন মূল্য ছিলো ৬৯.১৬ কোটি টাকা। কিন্তু দরপত্রের নিয়ম অনুযায়ী ঠিকাদারকে সঠিক সময়ে মোবিলাইজেশন অ্যাডভান্স পেমেন্ট না করতে পারায় ২০১৫ সালে কাজটি শুরু হয়েছিলো। কাজটি করতে গিয়ে রিটেইনিং ওয়াল, প্রোটেকশন ওয়াল, রোডসাইড ড্রেন ইত্যাদির অতিরিক্ত কাজ আবশ্যক হয়ে পড়ে যা প্রাথমিক ডি পি আর-এ ধার্য ছিলো না। পরে ২০১৬ সালে ১৩৯.৮৪ কোটি টাকার একটি রিভাইসড ডি পি আর তৈরি করে ডোনার মন্ত্রকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় এবং এ বছরের মার্চ মাসে ডোনার মন্ত্রক থেকে এই রিভাইসড ডি পি আর-টির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

কাজটি শুরু হওয়ার প্রথমদিকে রাস্তাটি প্রশস্থ করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটি, পানীয় জলের পাইপ লাইন সরানো, গাছ কাটা, টেলিফোন লাইন সরানো ইত্যাদির জন্য কাজ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। এছাড়াও এই কাজের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা কর্তৃক ধীরগতিতে কাজ করার জন্য কাজটির আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। কাজটি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজটি শেষ করার জন্য সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাস্তাটির উন্নতিকরণ ও প্রশস্থিকরণের কাজের ৫৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে সময়ে সময়ে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশে সংস্কার-এর কাজ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বর্ষার কারণে রাস্তাটির কিছু কিছু অংশে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছে, যা রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে বর্ষার পরবর্তী সময়ে হাতে নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় কাকড়াবন থেকে তুলামুড়া রাস্তার অনুমোদন ''টি০৪-কাকড়াবন ভায়া মির্জা এবং তুলামুড়া-ধূপতলি'' আন্ডার কাকড়াবন ব্লক নামে পাওয়া গেছে। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক-এর অনুমোদন অনুযায়ী এই রাস্তার জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ ১৩৬২.৬৮ লক্ষ টাকা (কনস্ট্রাকশন ১২৩১.৭১ লক্ষ, মেইনটেনান্স ১৩০.৯৭ লক্ষ)। পরে রাস্তার গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য সরকার রাস্তাটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এরজন্য অতিরিক্ত ৮১৪.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৮.৩৯ কিমি। রাস্তার কাজের দায়িত্বভার এন বি সি সি (আই) লিমিটেড-এর উপর রয়েছে। এন বি সি সি কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাস্তার কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ ছিলো। পরবর্তী সময়ে কাজটি দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিলো। বর্তমানে ঠিকাদার পুনরায় রাস্তার কাজ শুরু করে এবং রাস্তার কাজ চলছে।

এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৩১২০ কিমি ব্ল্যাক টপ রাস্তা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বর্ষায় ভেঙ্গে যাওয়া সড়ক ও কালভার্ট মেরামতের জন্য ২৪৩.১৩ কোটি টাকার প্রস্তাব এস ডি আর এফ এবং এন ডি আর এফ থেকে অনুমোদনের জন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট পাঠানো হয়েছে।

*****